শেখ সাইম, সরিষাতলি খোলা মুখ খনির ওভার বার্ডেন থেকে কয়লা কুড়ায়, মদনপুর গ্রাম

প্রশ্ন ঃ আপনার নামটা একটু বলুন?

উত্তর ঃ শেখ সাইম।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি করেন?

উত্তর ঃ গোয়েঙ্কা থেকে যে মালটা পড়ছেনা, সেল কয়লাটা। সেই মালটা বাছি, কুড়াই। পাথর ও মাটির মধ্যে কয়লাটা থাকে। সেই কয়লাটা বাছাই হয়। বাছাই কয়লাটা বিক্রি হয়। ২০-২২ টাকা সাইকেল।

প্রশ্ন ঃ আপনিক কোনটা বাছেন। কয়লাটা না নেচার কোলটা?

উত্তর ঃ আমি কয়লাটা বাছি। আর নেচারটাও বাছি। - - - ঐ ১৫টাকা সাইকেল, ২০ টাকা , ২২টাকা যে রকম হয়।

প্রশ্ন ঃ একটা সাইকেলে কত ওজনে কয়লা তোলা হয়?

উত্তর ঃ দু কুইন্টাল। দু-কুইন্টাল মাল নেবে। ১৫ টাকা প্রতি সাইকেল। মালগুলো তো ফ্রেস নয়। মালটা রাবিশ মাল। যে মালটা গোয়েঙ্কা ফেলে দিচ্ছে না, সেই মালটা। আসল মালটা গোয়েঙ্কা নিজে নিচ্ছে। যে মালটা কাজে লাগছে না, সেই মালটা ফেলে দিচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ এই মালটা কি কাজে লাগছে?

উত্তর ঃ গুল ফ্যাক্টারীতে। গুল বানানোর কাজে। রান্না করার কাজে। এমনি গ্রামে বিক্রি হয়। বাড়িতে বাড়িতে আর মাটির সাথে ডেলা করে।

প্রশ্ন ঃ নেচার কোলটা কি আপনি বিক্রি করেন?

উত্তর ঃ না। ওটা করতে পারি না। নেচারটা খুব ভারী। ভারী বলে ওঠাতে পারছিনা। একটা গাঁইতি কেনা দরকার। একটা হামবার লাগবে। গাঁইতি কিনতে পারছি না।

প্রশ্ন ঃ হামবারটা কি?

উত্তর ঃ ভাঙার হাতুড়ি।

প্রশ্ন ঃ কত সাইকেল দিনে সংগ্রহ করতে পারেন।

উত্তর ঃ দু সাইকেল মোটামুটি।

প্রশ্ন ঃ কারা নেয় এটা?

উত্তর ঃ ঐ ওখান থেকে যারা কিনে নিচ্ছে। তারা গাঁয়েরই মানুষ।

প্রশ্ন ঃ কয়লাটা কিনে নিয়ে কি করছে ওরা?

উত্তর ঃ ট্রাকেই দিচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ ওরা কি এখান থেকে ট্রাকে লোড করছে সরাসরি। না এখান থেকে অন্য কোথাও - - - ?

উত্তর ঃ না, এখান থেকে একশো মাইল দূরে।

প্রশ্ন ঃ এখান থেকে কিসে যাচ্ছে?

উত্তর ঃ এখান থেকে সাইকেলে করে চলে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ সাইকেল কে ঝুড়ি শুদ্ধ বিক্রি করে দেন?

উত্তর ঃ না বস্তা শুদ্ধ। এই মালটি জড়ো করছে। এরা কুড়ি টাকায় সাইকেলকে বিক্রি করে দিচ্ছে। আরও যারা কয়লা চালায়, মুটে তারাও ২০ টাকায় সাইকেল ওয়ালাকে বিক্রি করে দিচ্ছে। সাইকেল ওয়ালা সাইকেলে লোড করে নিয়ে ডিপো ওয়ালাকে ৫০ টাকায় বিক্রি করে দিচ্ছে। তারা এবার ট্রাকে সাপ্লাই দেয়।

প্রশ্ন ঃ তার মানে সাইকেল ওয়ালার ৩০ টাকা লাভ থাকে। আর ডিপো মালিকের ট্রাক আছে। না ট্রাক অন্য কারও - - - ?

উত্তর ঃ ট্রাক অন্য লোকের। ডিপো মালিক কয়লা দিচ্ছে ট্রাক মালিককে।

প্রশ্ন ঃ সেখানে ডিপো মালিক কেমন লাভ রাখছে?

উত্তর ঃ ওটা বলা যাচ্ছে না।

প্রশ্ন ঃ ট্রাকে কোথায় সাপ্লাই দিচ্ছে? কাঁটায়?

উত্তর ঃ বিভিন্ন ফ্যাক্টারিতে। এখানকার মাল উখানে। মালটা অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। এখানেও গ্রামে কিছু ফ্যাক্টরি আছে। সেখানে দিচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ ডিপোর মালিক কারা?

উত্তর ঃ মালিক আসে মেনলি গোরাণ্ডি থেকে (পাশের একটা ছোট গঞ্জ ধরণের অঞ্চল)। কা পিস্টা, জামগ্রাম, দোমাহানীর আছে।

প্রশ্ন ঃ কতখন আপনাকে এই কাজ করতে হয় ?

উত্তর ঃ ঐ মোটামুটি সকালবেলা এগারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত।

প্রশ্ন ঃ আজ দু'সাইকেল হয়েছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, হয়েছে। আজ ৪০ টাকা রোজগার, তবে এখন হাতে পাই নাই। ধারে আছে। কাল খুটে আসবে। উহাকে মাল দিব। তারপর টাকা দিবেক। কষ্ট বহুত কষ্ট। (বাবা পাশ থেকে বলছে) উহারা এখন পারছে তাই করছে। আমাদের দ্বারা তো হবেক নাই।

প্রশ্ন ঃ সবসময় কি এই কয়লাটা পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ না সবসময় পাওয়া যায় না। কোন সময়ে বসে যায়। কোন সময় ম্যানেজার, অফিসারের সাথে ঝামেলা ঝঞ্ঝাট হয়। কথা কাটাকাটি হয়। তখন মাল ফেলা বন্ধ করে দেয়। ১৫ দিন বন্ধ ছিল একবার।

প্রশ্ন ঃ ঝামেলা হয়েছিল?

উত্তর ঃ মাটি ফেলা নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল। শুধু মাটি ফেলছিল মাল ফেলছিল না। ইহারা আসার সময় বলেছিল অনেক কিছু দিব, ইহার তো কিছুই দিচ্ছে না। বলেছিল ইলেকট্রিকসিটি দিব। জল দিব। চাকরি বাকরি দিব। কাজ দিব। দিয়েছিল যারা অনেক টাকার মালিক।

প্রশ্ন ঃ না, গোয়েঙ্কা কি আসার সময় বলেছিল কোম্পানিতে চাকরি দিবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, বলেছিল। গ্রামের সবাইকে বলেছিল। এখন পোজিশনটা কি হয়েছে? যাদের অনেক সম্পত্তি আছে, টাকা পয়সা আছে, তাদের দিচ্ছে। এক এক করে তিন চার জনকে দিচ্ছে। আর যাদের কিছু নাই -- তাদের দিচ্ছে না। ধরুন যাদের কি না ২০ হাজার টাকা আছে, তাদের আরও ৩০ হাজার দিয়ে আরও বড়লোক করেছে।

প্রশ্ন ঃ আপনার জমি-জায়গা গেছে?

উত্তর ঃ না, জমি যায়নি।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের কি জমি-জায়গা আছে?

উত্তর ঃ না, আমাদের জমি-জায়গা নেই।

প্রশ্ন ঃ আপনি কতদিন ধরে এই কাজটা করছেন?

উত্তর ঃ এই ১৫-১৬ দিন ধরে যাচ্ছি। আগে রাজমিস্ত্রির সঙ্গে লেবারের কাজ করতাম।

প্রশ্ন ঃ সেই কাজটা এই অঞ্চলেই করতেন না দূরে যেতে হত?

উত্তর ঃ না, এই অঞ্চলে কাপিষ্টা মোড়ে।

প্রশ্ন ঃ ছেড়ে দিলেন কেন?

উত্তর ঃ ঐ কাজটাতো সবসময় পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রশ্ন ঃ ঐ কাজটায় কত টাকা পেতেন?

উত্তর ঃ দিনে ১৫ টাকা। (পাশ থেকে বাবা বলে দিল ৬০-৭০ টাকা) আগে পনের টাকা পেতাম। এখন ৬০ টাকা হয়েছে। আমি ২ টাকা বস্তার ঘাসও কেটেছি। সারাদিনে চার বস্তা ঘাস কাটতাম। ৮ টাকা হত।

প্রশ্ন ঃ সেটা কতদিন আগে?

উত্তর ঃ প্রায় ১৫-১৬ বছর আগে।

প্রশ্ন ঃ আপনার বয়স কত?

উত্তর ঃ বয়স হবে ২২ বছর।

প্রশ্ন ঃ আপনি প্রায় ৭-৮ বছর ধরে কাজ করছেন?

উত্তর ঃ আমরা ছোট থেকেই ঠিক করেছিলাম যে কাজ শিখব। কাজ আর শেখা হল না। মনে করুন গরীব বাবা মা শেখাইতে পারল না।

প্রশ্ন ঃ কি কাজ শেখার ইচ্ছা ছিল? ছোট থেকে আপনার ব্যাপারটা বলুন।

উত্তর ঃ চাকরি-বাকরি যদি পাওয়া যেত, যেমন গোয়েঙ্কার চাকরি। যাদের প্রচুর ধনদৌলত মনে করুন তাদেরই চাকরি দিচ্ছে। যারা গরীব মানুষ তাদের চাকরি দিচ্ছে না।

প্রশ্ন ঃ তাহলে কি হল? আপনি সাত-আট বছর থেকে কাজ করতে শুরু করলেন। কি কি কাজ করেছেন?

উত্তর ঃ কারখানায় কাজ করেছি। রুটি কারখানায় কাজ করেছি। রাজ মিস্ত্রিরির কাজ করেছি।

প্রশ্ন ঃ সেই কাজ ছেড়ে দিলেন কেন?

উত্তর ঃ রুটি কাখানায় তো কাজ করতাম। তা কোম্পানি বলল দুর্গাপুরে যেতে হবে। দুর্গাপুরে থাকার জায়গা নেই, খাওয়ার জায়গা নেই, তারপর ছেড়ে দিলাম। এতদূর যে আমার দ্বারা যাওয়া সম্ভব নয়। তা কি করব তারপর বাড়িতে বসে রইলাম ১০-১৫-২০ দিন। রাজমিস্ত্রি বলল — যে বসে আছ। বললাম — হ্যাঁ, বসে আছি। তারপর উহার সাথে কাজে গেলাম। ১৫ টাকা হাজিরাতে শুরু করলাম। এখন ৬০ টাকা হাজিরা। কিছু কিছু রাজমিস্ত্রির কাজ শিখলাম। তারপর দেখলাম ইহাতে চলবেক নাই। তারপর এই কাজে এলাম।

প্রশ্ন ঃ কয়লা কোড়ানোর কাজে কেউ আপনাকে নিয়ে গেল, না আপনি নিজেই গেলেন? ওখানে কি আপনারা নিজেই একা কাজ করেন না কোন দলের সাথে কাজ করেন?

উত্তর ঃ আমরা নিজে নিজেই কাজ করি। আমাদের কোন দল নেই। আনেক দাদা আছে। গরীব দুঃখীরা আসে। আসানসোলে যেমন একটা দল আছে। নিজেরা ভাগ করে নেই।

প্রশ্ন ঃ এই যে কয়লাটা আপনারা কোড়াচ্ছেন এটা যদি মালিক না ফেলে — এই কয়লাটি ওদের সবসময় ফেলার কথা। যখন মাটি উঠবে তখন মাটি আর যখন কয়লা উঠবে তখন কয়লা।

উত্তর ঃ উহাদের সাথে কথা আছে বুঝলেন — গরীব লোক যারা আছে উহাদের জন্য আমরা কয়লা ফেলাব।

প্রশ্ন ঃ এটা কি ওরা বলেছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ওরা নিজে থেকে বলেছে। তাহলে ওরা ফেলাচ্ছে কেন?

প্রশ্ন ঃ আপনি কার থেকে জানতে পারলেন?

উত্তর ঃ পার্টির লোকের থেকে। পার্টির লোক তো ফেলা করাচ্ছে। কি গরীবরা খাবেক? গরীবদের দু'চার পয়সা রোজগার হবেক। অনেক গ্রামের মানুষ আসে।

প্রশ্ন ঃ সেটা তো মালিকের লাগবে না বলে ফেলে দিচ্ছে। এটা পার্টির থেকে ফেলা করাচ্ছে?

উত্তর ঃ মালিক বড় একটা আসে না তাই এই ফেসিলিটি দিচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ ও পার্টি তাই বলেছে? কোন পার্টি?

উত্তর ঃ সি পি এম পার্টি।

প্রশ্ন ঃ কার জোর বেশী - - - ।

প্রশ্ন ঃ আপনি পড়াশুনা কতদূর করেছেন?

উত্তর ঃ চার ক্লাস পর্যন্ত।

প্রশ্ন ঃ গ্রামের স্কুলেই। স্কুল কি কাছেই?

উত্তর ঃ

প্রশ্ন ঃ ছেড়ে দিয়ে এলেন কেন কাজের জন্য।

উত্তর ঃ কাজের জন্য। (বাবা বলল — কাজের জন্য বেরলো, আমি তো তখন একা রোজগার, সাতটা-অটটা ছেলে। আমি স্কুল খরচা চালাব, না ছেলেদিগের পড়াব। তা আমার যতটা ছিল চেষ্টা করে গেছি পড়ানোর। তারপর ছেলেরাই বলল — না আমরা কাজ করব।)

প্রশ্ন ঃ আপনারা কয় ভাই বোন?

উত্তর ঃ পাঁচ বোন, তিন ভাই। আমি মেজ। বড় ভাই সাইকেল চালায়। ছোট জন ঘুরে বেড়ায়। এটা ছোট বোন। স্কুলে যায়।

প্রশ্ন ঃ বোনেদের বিয়ে হয়েছে?

উত্তর ঃ একটি বোনের বিয়ে হয়েছে। আর সবাইর দেখাশোনা চলছে।

প্রশ্ন ঃ বোনেরা কোন কাজকর্ম করে?

উত্তর ঃ না। কোন কাজ কর্ম করে না। মাদ্রাসায় পড়ে। উর্দু পড়ে।

প্রশ্ন ঃ এখানে বাবা কেন এল আপনি জানেন। বা কতদিন আগে থেকে এখানে আপনারা আছেন?

উত্তর ঃ না, জানি না।

প্রশ্ন ঃ এখানে আপনার যারা বন্ধু-বান্ধব আছে, তারা কি করে?

উত্তর ঃ আমার কোন বন্ধু-বান্ধব নেই। (পাশ থেকে বাবা — আমার

ছেলেরা কোন বন্ধু-বান্ধবের সাথে মেশে না।)

প্রশ্ন ঃ এখানে আর যারা ছেলেরা আছে তারা কি করে?

উত্তর ঃ আমি যা করি তাই করে। আমরা চারজন ছিলাম। গ্রামের সবাই করে। আবার সবাই করে না, সবাই কি এক সমান হয়। যাদের ক্যাপিটাল আছে তারা অন্য ব্যবসায় খাটায়।

প্রশ্ন ঃ আসানসোলে যান? সিনামা দেখেন?

উত্তর ঃ না। যাই না। সিনামা দেখি না।

প্রশ্ন ঃ কি মনে হয় এই কাজটাই করবেন?

উত্তর ঃ যদ্দিন চলছে চলুক, তারপর রাজমিস্ত্রিরির কাজই করব।

প্রশ্ন ঃ কত দিন আছে?

উত্তর ঃ তা বিশ বছর।

প্রশ্ন ঃ কয়লা তো একদিন শেষ হয়ে যাবে, তখন?

উত্তর ঃ ওরা বিশ বছরের লিজ নিয়েছে, পার্টিবাজী করে কতদিন ওরা চলাবে, ওরা ইচ্ছে হলে বন্ধও করে দিতে পারে। তখন আমরা যে যা কাজ করতাম তাই করব। রাজমিস্ত্রির কাজ করতাম রাজমিস্ত্রির কাজ করব।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা এখানে একটা প্রোজেক্ট এফেক্টেড পিউপিল বলে কমিটি হয়েছে, সেটা সম্পর্কে বলুন?

উত্তর ঃ ওসব কিছু না। ওরা যাদের আছে, জমি আছে, ভাল খাওয়া আছে, তাদেরই দেখে।

প্রশ্ন ঃ কিছুদিন আগে কাজের দাবীতে গোয়েঙ্কা অফিস ঘেরাও হয়েছিল, আপনি তাতে ছিলেন। কারা করেছিল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ ছিলাম। সি পি এম করেছিল। আরও পার্টি আছে। সি পি এম কে ভোট দিয়েছি। সি পি এম-র সাথেই যেতে হবে। আমরা তো কংগ্রেসকে ভোট দেইনি, কংগ্রেসের সাথে কি করে যাবো। ওরা (সি পি এম) বলেছে ঘরে ঘরে একজনকে চাকরি দেবে।

প্রশ্ন ঃ চাকরি দিয়েছে?

উত্তর ঃ না, ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গেছে, কাজ আর হল কই।

প্রশ্ন ঃ ঘর বানাচ্ছেন দেখছি, বিয়ে সাদি আছে?

উত্তর ঃ বোনের বিয়ে। এই ঘরটা চল্লিশ বছর ধরে যবে থেকে এখানে এসেছি পাথর মাটি দিয়ে করে যাচ্ছি। এখনও শেষ করতে পারছি না।

প্রশ্ন ঃ এই যে ঘেরাও করেছিল, কি লাভ হয়েছে?

উত্তর ঃ লাভ কি হয়েছে, পার্টির লোক বলতে পারবে। আমাদের দশ টাকাও লাভ হয় নাই।

প্রশ্ন ঃ তাহলে গেলেন কেন?

উত্তর ঃ গ্রামে থাকছি, পার্টির সাথে তো যেতেই হবে।

প্রশ্ন ঃ এই যে ওভারবার্ডেন থেকে কয়লা কুড়ান, এক্সিডেন্ট হয়? এক্সিডেন্ট হলে গোয়েঙ্কা পয়সা দেয়?

উত্তর ঃ এক্সিডেন্ট হয়। পয়সা দেয় না।

প্রশ্ন ঃ কোন বড় ঘটনা দেখেছেন?

উত্তর ঃ একটা ছেলে মারা গেছিল, কয়লা কুড়াতে আসছিল, রাস্তায় ডাম্পারের তলায় পড়েছিল। বাইরের ছেলে ছিল। বহু ছেলে আসে বিহার থেকে বীরভূম থেকে। বিহার থেকে যারা আসে ওরা আমাদের মালটা কিনে নেয়, আবার বিহার চলে যায়। ওরা সাইকেল করে অজয় নদী পার হয়ে আসে। দুই কুইন্টাল মাল তিন ঘন্টা সাইকেল চালায়, বহুত কষ্ট।

প্রশ্ন ঃ যারা গোয়েঙ্কা কোম্পানিতে কাজ করে তারা কেমন আয় করে বা কষ্ট করে জানেন?

উত্তর ঃ সেটা ওরাই বলতে পারবে। চাকরি । ওদের একটা দাম আছে। ওদের কথা ওরা বলতে পারবে। তবে আমাদের থেকে ওরা কম কষ্ট করে। আমরা যদি ৩০০০ টাকা রোজগার করি ওরা ৯০০০ টাকা করে।

প্রশ্ন ঃ আপনার কি মনে হয় ওরা চাকরি পেল আপনি কেন পান নি?

উত্তর ঃ গরীব দুঃখীকে দেখার কেউ নাই।

প্রশ্ন ঃ কেন এই কথা মনে হয়।

উত্তর ঃ সে সব পার্টির লোক বলতে পারবে।